পোকো

লেখকঃ উদ্দীপন মুখোপাধ্যায়
যোগাযোগঃ uddipanm@gmail.com
পরিচিতিঃ কলকাতার সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ছাত্র উদ্দীপন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেক্ট্রনিক্স-এ B.E. এবং IIT Kharagpur থেকে M.Tech. করে বর্তমানে University of California, Irvine-এ কম্পিউটার সায়েন্সেস-এ PhD করছেন। উদ্দীপনের hobby লেখা, পড়া, ভাস্কর্য এবং সঙ্গীত।

ছেলেমেয়েগুলো যেন একঝাঁক রঙ্গীন প্রজাপতির মতই উড়ে এসে সুবীরের দোকানে ঢুকলো – দোকান মানে 'বোস অ্যাকোয়াটিক্স' – নানারকম লাল নীল রঙবাহারী মাছের অস্থায়ী ঠিকানা। একটা বেসরকারী কলেজের ঠিক উল্টোদিকেই দোকানটা, তাই ছুটির পরে অথবা ফাঁক পেলেই কিছু ছেলেমেয়ে রোজ ঢুকে পড়ে মাছ দেখতে। সুবীর সবসময়ই এদের কৌতুহল মেটাতে মাছেদের পরিচয়, বাসস্থান ও আরো নানা খুঁটিনাটি তথ্য পরিবেশন করে। সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ এই ছেলেমেয়েগুলোর অবাক বিস্ময়ভরা চোখমুখের দিকে তাকিয়ে সুবীরের মন এক অদ্ভুত ভালোলাগায় ভরে ওঠে। তাই তার মাথার চুলে রূপোলী রেখা ঝিলিক দিলেও মনটা আজও নবীন রয়ে গেছে।

ভিতরে ঢুকে চারদিকে তাকাতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল মানালির। একসাথে এত ধরণের মাছ ও আগে কখনো দেখেনি। ওকে এখানে নিয়ে আসার জন্য মনে মনে বন্ধুদের ধন্যবাদ জানালো ও। কলেজের এত কাছে হওয়া সত্বেও আগে কেন এখানে আসেনি, এটা ভেবে ওর খুব আফশোস হল। কোনটা লম্বা সোনালী, কোনটা ছোট্ট লাল কালো ছোপ ছোপ, কোনটার গায়ে চিতার মতো ডোরাকাটা তো কোনটার মুখ অসম্ভব ছুঁচোলো – বিভোর মানালি হারিয়ে গেল ওদের সাথে ওদের দেশে। বন্ধুদের এলোমেলো হাসির টুকরো, কৌতুহলী মন্তব্য বা ওদের প্রশ্নে দোকান পরিচালকের তৃপ্ত উত্তর, কোনকিছুই ওর কানে যাচ্ছিল না।

ঘুরতে ঘুরতে মানালি একটা অ্যাকোয়ারিয়ামের সামনে এল যেটায় খেলা করছিল কিছু রঙ্গীন ছোট ছোট মাছ। এদের মধ্যে একজন – একটা উজ্জ্বল নীল রঙের মাছ মানালিকে দেখেই ছটফটানি থামিয়ে স্থির হয়ে গেল। মানালির মনে হল ওটা যেন একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে চাইছে। ওর চোখে চোখ ফেলে মানালির মনে হল যেন ওদের অনেক দিনের বন্ধুত্ব। ওর প্রতি মানালি এক অদ্ভুত টান অনুভব করল আর মনে মনে স্থির করল কালই ওটাকে বাড়ি নিয়ে যাবে। আর এটা ভাবা মাত্রই মানালি বন্ধুদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল – 'এ্যই সুদীপ্তা, অনিন্দ্য, বিশাখা, দেখে যা এই কুট্টি মাছটা কেমন আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে – আহা যেন কতদিনের চেনা'।

সুদীপ্তারা সত্যি সত্যি ব্যাপারটা দেখে বেশ অবাক হল।
'বুঝলি মানালি, এ তোর প্রেমে পড়েছে' – বিজ্ঞের মত বলল অনিন্দ্য।
ওমনি হাসির কলরোল উঠল। বিব্রত মানালি পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলল, 'চুপ কর, বাজে বকিসনা, ওকে আমি কালই কিনে নিয়ে যাব বাড়ি'।
শ্রীময়ী কপট ত্রাসে বলে ওঠে, 'এই মানালিটার আবার মাথার পোকাটা নড়ে উঠেছে রে...' – আবার হাসির ঢেউ ওঠে।
সুদীপ্তা – 'অনেক হয়েছে পাগলী, নে চল এবার... দেরী হয়ে যাচ্ছে...'।
বন্ধুদের কথায় বিশেষ পাত্তা দেয়নি মানালি। ও যখন ঠিক করেছে মাছটা কিনবে তো কিনবেই। বাড়ি ফেরার পথে অটোয় বসে মানলি ভাবছিল কি নাম দেওয়া যায় ওটার। একগাদা নাম মাথায় আসছিল, তার মধ্যে 'পোকো' নামটা বেশ মনে ধরল মানালির। কিন্তু ও ঠিক করল স্বাগতকেও বলবে একটা নাম ঠিক করে দিতে, তারপরই নাহয় নামের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

মানালি – আঃ তুমি বলই না একটা নাম
স্বাগত – আমি কি বলব, তুমি তো ঠিকই করে ফেলেছ
মানালি – না তাও তুমি বল
স্বাগত – দাঁড়াও ভাবি... কিরকম দেখতে বললে যেন... নীলরঙের, না?
মানালি – হ্যাঁ, বেশ একটা স্পার্কলিং ভাব আছে
স্বাগত – হুম্‌ম্‌ম্‌ ... তাহলে ঝিলিক চলতে পারে
মানালি – ভাল অপশন, কিন্তু আমার পোকোই বেশী ভাল লাগছে...
স্বাগত – ঠিক আছে তাই রাখো...
মানালি – হ্যাঁ...
স্বাগত – তুমি 'ফাইণ্ডিং নিমো' দেখেছ তো?
মানালি – হ্যাঁ, ভীষণ ভাল সিনেমা ওটা...
স্বাগত – ওখানে নিমোকে ওর বাবার থেকে আলাদা করে ধরে আনার পর ওর মনের কি অবস্থা হয়েছিল মনে নেই? এরপরেও তুমি পোকোকে বোতলবন্দী করে ঘরে আটকে রাখতে চাও? ওকে তোমার নদী বা সমুদ্রে ছেড়ে দিয়ে আসা উচিত
মানালি – আহা, আমাকে যে কতো লোক আটকে রাখে তার বেলা?
স্বাগত – না, ভাবো, পোকো যখন মা'র কাছে যাবার জন্য কান্নাকাটি জুড়বে, তখন কি করবে?
মানালি – অ্যাঁ, এটা তো ভাবিনি...
ওরা ঠিকই বলেছিল... আমি তখন পাগলই হয়ে গিয়েছিলাম... ইউ হ্যাভ ব্রট মি ব্যাক টু মাই সেনসেস...
আমি আর মাছের কথা ভাববোনা...
আমি আর অ্যাকোয়ারিয়ামের কথা ভাববোনা...
আমি আর পোকোর কথা ভাববোনা...
স্বাগত – আরে এ কি! আমি তো মজা করছিলাম...
মানালি – না আমি পোকোকে চিনি না...
স্বাগত – শোন মেয়ের কথা... আরে, তুমি পোকোকে না আনলে অন্য কেউ নিয়ে যাবে, তাতে তো ওর ভাগ্য কিছুমাত্র বদলাবে না...
মানালি – না প্লিজ, অন্য কথা বল...
স্বাগত – না তুমি পোকোকে কালই নিয়ে আসবে...
মানালি – না আনব না, ভুলে যাও এসব কথা...
স্বাগতকে ভুলতে বললেও মানালি নিজে পোকোকে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারলনা। পরদিন সকাল থেকেই পোকোকে দেখার জন্য ওর মন ছটফট করতে লাগল। কলেজ ছুটি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাও অসম্ভব হয়ে উঠল। কোনরকমে ক্লাস শেষ করেই মানালি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল 'বোস অ্যাকোয়াটিক্স'-এর দিকে – একাই – শুধুমাত্র পোকোকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য। ওই প্রজাতির আরো কয়েকটা মাছ থাকা সত্ত্বেও মানালির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল পোকোকে ও ঠিক চিনতে পারবেই।

মানালি প্রায় উড়ে এল সেই অ্যাকোয়ারিয়ামটার কাছে যেটায় আগেরদিন পোকোকে দেখে গিয়েছিল। কিন্তু অবাক কাণ্ড – আর সবাই ঠিক আছে, শুধু পোকোই নেই।মানালি যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। বিমূঢ় মানালির পিছনে কখন যে সুবীর এসে দাঁড়িয়েছে তা ও খেয়াল করেনি।
'তুমি কি কোন বিশেষ মাছ খুঁজছ?'
'হ্যাঁ পোকো... মানে কাল এখানে একটা ছোট্ট নীল মাছ ছিল...'

সুবীর একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'ওটা আসলে আজই সকালে এখান থেকে বেরিয়ে গেছে... এক ভদ্রলোক অন্য অনেক মাছের সাথে ওকেও নিয়ে গেলেন'।
হৃদয়মথিত করা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মানালির ভেতর থেকে... আর তখনই বিদ্যুচ্চমকের মত ওর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। মানালি ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা কাকু, যিনি পোকোকে কিনেছেন তাঁর ফোন নাম্বার নিশ্চয় আছে আপনার কাছে... ওনাকে অনুরোধ করুন না পোকোকে ফেরত দিয়ে অন্য মাছ নিতে – এই প্রজাতির তো আরো মাছ আছে আপনার কাছে... প্লিজ,আমি পোকোকে কিনতে চাই...'

সুবীর কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল বাচ্চা মেয়েটার দিকে, তারপর খানিক ইতঃস্তত করে আসল সত্যিটা বলেই ফেলল, 'শোন, তোমার পোকো ওনার সাথে ওনার বাড়ি যেতে পারেনি... উনি পোকোকে আলাদা একটা বোউলে নিয়েছিলেন – ওটার মুখ খোলা ছিল... আমার বলতে খুব খারাপ লাগছে – ওনার সাথে গাড়িতে ওঠার সময় পোকো বোউল থেকে লাফিয়ে রাস্তায় পড়ে যায় – আর... আর... আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাকটা ওকে নিয়ে গেল। আই অ্যাম সরি... আমার দোকানে এর আগে কখনো এরকম ঘটনা ঘটেনি...'

শান্তভাবে সবটা শুনল মানালি... বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে পোকোহীন অ্যাকোয়ারিয়ামটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভারাক্রান্ত হল ওর হৃদয়... পোকো হয়ত চেয়েছিল মুক্তি পেতে, পরিবারের কাছে ফিরে যেতে... নিমো পেরেছিল তার ভাগ্যকে বদলাতে, পোকো পারেনি...